সোমবার ২৫ আষাঢ় ১৪১৯
৯ জুলাই ২০১২
১৮ শাবান, ১৪৩৩ হিজরি

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

চাঁদে বাঁধি ঘর

অদ্বয় দত্ত

চাঁদে যাবেন? স্রেফ ঘুরতে? রূপকথার মতো শোনালেও আপনার যদি কমপক্ষে ১৬ কোটি ডলার (প্রায় সাড়ে তের শ কোটি টাকা) থাকে, তবে একটিবার ঢুঁ মেরে আসতে পারেন চাঁদের দেশে। তবে এখনই নয়, এর জন্য আপনাকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদিও তার বুকিং দিতে পারবেন এখনই।

আপনাকে এমন বিশেষ অফার দিচ্ছে একটি ব্রিটিশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এক্সক্যালিবার আলমাজ। এই মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি গত ২০ জুন রীতিমতো সংবাদ সম্মেলন করে ঘোষণা করেছে এই চন্দ্রভ্রমণ বিলাস।

টিকিটের মূল্য ১৬ কোটি ডলার! এত টাকা ভেবে চোখ ছানাবড়া হওয়ারও কিছু নেই। জরিপে দেখা গেছে—এ জগতে মানুষের সবচেয়ে পছন্দের পাঁচটি জায়গার ভেতরে প্রথম সারিতে আছে চাঁদ। আর সেই চাঁদ এখন শুধু টাকা থাকলেই হাতের মুঠোয়।

২০০৫ সালে যাত্রা শুরু করা এক্সক্যালিবার প্রতিষ্ঠানটি সোভিয়েত আমলে তৈরি স্পেস-স্টেশন ও সয়ুজ ক্যাপসুলকে নতুন প্রযুক্তিতে সমন্বিত করে চাঁদের কক্ষপথে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে। অবশ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এক্সক্যালিবার অ্যালমাজ ছাড়াও ভার্জিন গ্যালাক্টিক ও স্পেস এক্স নামের আরো দুটি প্রতিষ্ঠানও মহাকাশ ভ্রমণের সুযোগ দিচ্ছে।

ভেসে বেড়ান ওজনশূন্যে : এক্সক্যালিবারের মহাকাশযানে করে চাঁদে পৌঁছাতে সময় লাগবে প্রায় আট মাস। কেমন হবে সেই ভ্রমণ? প্রথম যে শিহরণ আপনি পাবেন, তা হলো ওজনশূন্যতা। আপনি হয়তো 'জি জিরো'র কথা শুনে থাকবেন। এর মানে হলো—শূন্য-গ্রাভিটেশন অর্থাৎ 'শূন্য-মাধ্যাকর্ষণ' তথা ওজনহীনতার অভিজ্ঞতা। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েক হাজার ফুট ওপরে উঠলেই মানুষ শূন্যের কাছাকাছি মাধ্যাকর্ষণশক্তি তথা শূন্যে ভেসে থাকার অভিজ্ঞতা লাভ করে। চন্দ্রভ্রমণের পুরো যাত্রাপথেই আপনাকে সেই শূন্যে ভেসে থাকতে হবে। তবে শুধু এক্সক্যালিবার আলমাজ-ই নয়, ওজনশূন্যতার অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য দুই লাখ ডলারে টিকিট বিক্রি করছে ভার্জিন গ্যালাক্টিক প্রতিষ্ঠান। তবে সেটা মহাকাশযানে করে পৃথিবী থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উঁচুতে। আগামী বছর থেকে এ ব্যবসা শুরু করবে প্রতিষ্ঠানটি। আর ২০১৫ সাল থেকে মহাকাশযানের টিকিট বিক্রি করবে স্পেস এক্স। তবে ভার্জিন গ্যালাক্টিকের চেয়ে এক্সক্যালিবারের টিকিটের দাম অনেক বেশি। এক্সক্যালিবার কর্তৃপক্ষ বলছে—তারা গ্যালাকক্টিকের মতো শুধু চন্দ্রপৃষ্ঠ দেখিয়েই ভ্রমণকারীদের 'তৃপ্ত' করতে চাইছে না; চাঁদের মাটিতে পা ছোঁয়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে তাদের। সুতরাং খরচ তো বেশি পড়বেই! এ ক্ষেত্রে বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো কোনোটি প্রতিক্রিয়ায় বলেছে— এক্সক্যালিবার কি চাঁদের মাটিতে পর্যটকদের পা শুধু ছোঁয়াবে, নাকি সেখানে রেখেও আসবে ভ্রমণপিপাসুদের?

যত অপার্থিব অনুভব : হিসেব করে দেখা যাক চাঁদে ভ্রমণে আপনি কত ধরনের অপার্থিব অনুভূতি পেতে পারেন। মহাশূন্যে আপনি কম করে দুই লাখ ৩৪ হাজার মাইল (প্রায় পৌনে চার লাখ কিলোমিটার) ভ্রমণের পর অবশেষে পৌঁছে যাবেন চাঁদের দেশে। পৃথিবীতে আপনার ওজন যদি হয় ৯০ কেজি, চাঁদে তা মাত্র ১৫ কেজিতে দাঁড়াবে। চাঁদে পানীয় পানি নেই। যদিও কিছু কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন—চাঁদে পানি আছে, তবে সেই পানিতে চন্দ্রযাত্রীর পিপাসা মেটানোর ভাবনা একটু বাড়াবাড়ি হবে। চাঁদ বাতাসশূন্য, বৃহৎ প্রাণশূন্য (কারো কারো মতে অণুজীব থাকলেও থাকতে পারে)। এমন বিজন দেশে কৃত্রিম স্যুট-বুট পড়ে অক্সিজেন সিলিন্ডার পিঠে বেঁধে আপনি যদি থেকে যেতে চান কিছু বছর, তবে ঘটবে আরো বিচিত্র ঘটনা।

NEXT →